সুজন ই-সংবাদ

আসুন সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি

সংখ্যা-২৩ | ০৭ জুন, ২০২০

সম্পাদকীয়:

দেরিতে হলেও করোনাভাইরাসে সংক্রমণের মাত্রা অনুযায়ী প্রতিটি এলাকাকে রেড (লাল), ইয়েলো (হলুদ) ও গ্রিন (সবুজ) জোনে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় লকডাউন দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। এই পরিকল্পনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। একই সাথে উপকারভোগীর সংখ্যা ও সহায়ক সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের কর্মসূচি চলমান রাখার জন্য আমরা সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সারাদেশে সুজন-এর বন্ধুরাও মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করবে এই দুঃসময়ে।

গাইবান্ধায় হরিজন ও রবিদাস সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

হরিজন ও রবিদাস সম্প্রদায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম। করোনাভাইরাসের মহামারি মোকাবেলায় ঘোষিত লকডাউনে কর্মহীন মানুষের মধ্যে হরিজন ও রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষেরাও রয়েছে। আর এই মানুষগুলোর মধ্যেই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে সুজন-গাইবান্ধা জেলা নেতৃবৃন্দ।

খাদ্যসামগ্রী বিতরণের মূল উদ্যোগটি ছিল সুজন-গাইবান্ধা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর চক্রবর্তীর। গত ১০ মে ২০২০, বুধবার, স্থানীয় শাহ আব্দুল হামিদ স্টেডিয়ামে হরিজন ও রবিদাস সম্প্রদায়ের ৩৪৩টি পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল ১০ কেজি চাল, ৫ কেজি আটা, ৫ কেজি আলু, ৩ কেজি পেঁয়াজ, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি চিনি, ২ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি চিড়া ও ১ কেজি লবন। সাথে ছিল ২টি স্যাভলন সাবান।

গাইবান্ধা সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন গাইবান্ধার পৌর মেয়র শাহ মাসুদ জাহাঙ্গীর কবির মিলন, গাইবান্ধা সদর উপজেলার ভূমি অফিসার জনাব আফতাবুজ্জামান, পরিবেশ আন্দোলনের নেতা জনাব ওয়াজিউর রহমান রাফেল, সুজন-গাইবান্ধা জেলা কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, গাইবান্ধা জেলা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক জহুরুল কাইয়ুম, সুজন-গাইবান্ধা জেলা কমিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সদস্য অশোক সাহা, জেলা কমিটির সদস্য অঞ্জলী রাণী দেবী, নারীনেত্রী নাজমা বেগম, হরিজন যুব পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা রাজেশ বাসফোর, হরিজন যুব ঐক্য পরিষদের নেতা সোহাগ বাসফোর, রবিদাস সম্প্রদায়ের নেতা খিলন রবিদাস প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ইউএনডিপি-হিউম্যান রাইটস প্রোগ্রামের সহায়তায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উপরোল্লেখিত খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি ছাড়াও প্রবীর চক্রবর্তীর উদ্যোগে গত ৬ মে ২০২০-এ গাইবান্ধা পৌর এলাকায় ২০৭টি দলিত পরিবার এবং ৭ মে ২০২০-এ ১০০০টি আদিবাসী পরিবারকে খাদ্য সহায়তা প্রদান কবা হয়।

শেরপুরে সুজন ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগ

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের মহামারি মোকাবেলায় লকডাউন শুরু হলে স্থবির হয়ে পড়ে দৈনন্দিন আয়ের উপর নির্ভরশীল মানুষদের জীবনযাত্রা। এই ধরনের কিছু মানুষের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে সুজন ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, শেরপুর জেলা কমিটি।

সংগঠন দুটি ১৬-১৮ মে ২০২০-এ, ১৩০টি কর্মহীন পরিবারকে ৫০০ টাকা করে নগদ প্রদান করে। তালিকাভূক্ত প্রকৃত কর্মহীন পরিবারগুলোকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সহায়তা পৌঁছে দেয়া হয়। সুজন ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, শেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি রাজিয়া সামাদ ডালিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মো: শওকত আলী, সুজন-এর সহ-সভাপতি এডভোকেট প্রদীপ কৃষ্ণ দে, হার্ট ফাউন্ডেশনের কার্যকরী সদস্য ডাঃ আব্দুস সালাম ও শাহী উম্মুল বানীন, সুজব-শেরপুর সদর উপজেলার সভাপতি আবু রায়হান আল মাসুদ, অর্থ সম্পাদক জসিমউদ্দিন বাদল ও নির্বাহী সদস্য গোলাম মোস্তফাসহ সংগঠন দুটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অর্থ বিতরণের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলেন। শুধুমাত্র অর্থ বিতরণই নয়, ইতোপূর্বে সংগঠন দুটির উদ্যোগে শেরপুর শহরে ৫০০০ মাস্ক বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি, সব সময় মাস্ক ব্যবহার, নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, ভিটামিন-সিসহ পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবার গ্রহণ, জরুরি প্রয়োজন না হলে ঘরে থাকা ইত্যাদি নির্দেশনাসহ সকল ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়।

বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে তৎপর আদাবর থানা কমিটি

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকেই বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ডে তৎপর রয়েছে ঢাকা মহানগরের আওতাভূক্ত সুজন-আদাবর থানা কমিটি। কখনো জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ, কখনো এলাকাকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য জীবাণুনাশক স্প্রে করা, কখনো নিরন্ন মানুষের মুখে আহার জোটানো ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তাঁরা। এ পর্যন্ত তাঁরা দরিদ্র মানুষের মাঝে ৪ দফা খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন। সর্বশেষ গত ২১ মে ২০২০-এ, ৬৫টি শ্রমবঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের মাঝে ৫ কেজি চাল, ২ প্যাকেট সেমাই ও আধা কেজি চিনি বিতরণ করা হয়। একই খাদ্যসামগ্রী উপহার হিসেবে ১০ জন হকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, আদাবর থানা কমিটির সার্বিক কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুজন-আদাবর থানা কমিটি আহ্বায়ক ও আজীবন সদস্য গাজী জিয়াউল হক।

ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন;
সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধোবেন।

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: দিলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: সুজন সচিবালয়
আইটি ইউনিট প্রডাকশন
তথ্য পাঠিয়ে সহায়তা করেছেন: আঞ্চলিক সমন্বয়কারী রাজেশ দে রাজু ও মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল এবং এলাকা সমন্বয়কারী খায়রুল বাশার রাসেল।

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

shujan.org | votebd.org
facebook.com/shujan.bd

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬